BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230, Tel.:09638012345

Ref: সার্কুলার নংঃ বিজিএ/এডমিন/২০২০/৮৮ তারিখঃ ০৩/০৫/২০২০ইং

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রসঙ্গে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং : ৪৫.০০.০০০০.১৭১.৯৯.০১৫.২০.১৫৯ তারিখ: ২৭/০৪/২০২০ খ্রি: ।

উপর্যুক্ত সূত্র অনুযায়ী কোভিড- ১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে শিল্প কারখানায় শ্রমিক কর্মচারী, কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করনের জন্য একটি স্বাস্থ্য বিধি (গাইড লাইন) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারি করা হয়েছে। উক্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কমডোর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (অবঃ)
এনইউপি, এনডিসি,পিএসসি,এমফিল
সচিব

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

BGMEA Regional Office : BGMEA Bhaban (Lebel-4&5) 669/E, Jhautala Road (Near CNG Station), South Khulshi, Chittagong.
Tel: +880-31-2867401-10 (PABX), Fax: +880-31-2867412, E-mail: info@bgmeactg.org

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং- ৪৫.০০.০০০০.১৭১.৯৯.০১৫.২০-১৫৯

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪২৭ / ২৯ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রেরণ।**

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং: স্বঃঅধি:/করোন/২০২০/৪৭, তারিখ: ২৭/০৪/২০২০ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে একটি স্বাস্থ্য ব্যবহার বিধি (গাইড লাইন) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত স্বাস্থ্য ব্যবহার বিধি (গাইড লাইন) অনুযায়ী সদয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) পাতার গাইড লাইন।

২৯/০৪/২০২০

(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৫৫৩১
E-mail: ph1@hsd.gov.bd

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:
০১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০২। সভাপতি, বিকেএমইএ, ২৩৩/১ বঙ্গবন্ধু রোড, প্রেসক্লাব বিল্ডিং (৩য় ও ৪র্থ তলা), নারায়নগঞ্জ-১৪০০
০৩। সভাপতি, বিজিএমইএ, বাসা নং-৭/৭এ, সেক্টর-১৭, ব্লক: এইচ-১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
০৪। সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাক্চারার্স এন্ড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমইএ), মুন ম্যানশন (৭ম তলা), ১২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
০৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে নির্দেশনা

কারখানায় আগমনঃ

ক) পায়ে হেঁটে আসার ক্ষেত্রেঃ

১. নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়ে কর্মীগণ কারখানায় প্রবেশ করবেন।

২. প্রবেশ পথের উপর অবশ্যই ব্লিচিং পাউডারে ভেজা কাপড় বা চটের বস্তা বিছিয়ে রাখতে হবে।

৩. প্রবেশ পথে সম্ভব হলে ৭০% অ্যালকোহল দিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

৪. প্রবেশের সময় উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সকল কর্মীদের জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।

খ) যানবাহনে আরোহনের ক্ষেত্রে

১। যানবাহনে যাত্রার পূর্বে অবশ্যই ৭০% এলকোহোল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২। যাত্রার পূর্বে জুতার তলা ব্লিচিং পাউডার গোলানো পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৩। যানবাহনে বসার সময় পারস্পারিক ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৪। যাত্রাকালীন পরিবহনসমূহে চলাচলের ক্ষেত্রে যানবাহনের সকলকে মাস্ক (সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন পরত বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক, যা নাক ও মুখ ভালোভাবে ঢেকে রাখবে) ব্যবহার করতে হবে।

৫। যাত্রার পূর্বে এবং যাত্রাকালীন পথে বার বার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

৬। যানবাহনে আরোহনের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং ডায়রিয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

৭। কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৮। সার্জিক্যাল মাস্ক শুধু একবার (One time) হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কাপড়ের মাস্ক সাবান দিয়ে পরিস্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

শিল্প কারখানায় কাজ করার সময়ঃ

১। প্রতিদিন কারখানায় প্রবেশের পূর্বে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

২। কারখানায় অবস্থানকালীন কর্মরত অবস্থায় দিনে দুইবার তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। এছাড়াও কারখানা থেকে প্রস্থানের সময় সকলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে।

৩। খাওয়ার সময় শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রাখতে হবে।

৪। প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে ডিসইনফেক্ট্যান্ট দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং টয়লেটের জন্য অপেক্ষমানদের মাঝে শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রাখতে হবে।

৬। কারখানায় প্রবেশদ্বারে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেসিন ও সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং কমপক্ষে ভালভাবে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে। হাত মোছার ক্ষেত্রে একই তোয়ালে বা গামছা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমান টিস্যু পেপারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭। কারখানায় কাজ করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৮। কর্মস্থলে সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন পরত বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

৯। কর্মীদের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই মেডিকেল টিম থাকতে হবে।

১০। কর্মীদেরকে করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি নিয়মিত মনে করিয়ে দিতে হবে এবং তারা স্বাস্থ্য বিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ভিজিলেন্স টিম এর মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১১। দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

১২। কোন কর্মীকে অসুস্থ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আইসোলেশন/কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন কর্মীর মধ্যে করোনা সংক্রমিত হলে তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। করোনা ব্যতীত অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হলেও কর্মীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে।

১৪। কর্মরত অবস্থায় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহকরণে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহন করবে

আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনাঃ

১। কর্মরতদের জন্য কারখানা এলাকার ভিতরে কিংবা নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে। প্রয়োজনবোধে তাবু টাঙানো মেস শিফট এ আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। আবাসন ব্যবস্থা কারখানার এলাকার ভিতর করা সম্ভব না হলে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতায়াতের সময় যানবাহনে পারস্পারিক ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায়সহ অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে।

৩। আবাসস্থলে কর্মীদের ব্যক্তিগত হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত সাবান-পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। কারখানা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। নিজ ব্যবস্থায় কর্মীরা অবস্থান করলেও কর্তৃপক্ষেকে স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরণে তদারকি করতে হবে।

মনিটরিং

১। কারখানাসমূহ নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য কারখানা নিজস্ব মনিটরিং টিম থাকবে।

২। উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধি থাকবেন।